



10700 - জুমার দনি সূরা কাহাফ পড়ার সময়

প্রশ্ন

সুন্নাহ অনুযায়ী জুমার দনি সূরা কাহাফ পড়ার সঠিক সময় কোনটি? আমরা কি ফজরের পর থেকে জুমার নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে পড়ব? নাকি ঐ দনি যে কোন সময়ে পড়ব? অনুরূপভাবে জুমার দনি সূরা আল-ইমরান পড়া কি সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত? যদি উত্তর হয়: হ্যাঁ; তাহলে আমরা কখন সূরা আল-ইমরান পড়ব?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

জুমার দনি সূরা কাহাফ পড়ার সময় বৃহস্পতিবার সূর্য ডোবা থেকে জুমাবারের সূর্য ডোবা পর্যন্ত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জুমার দনি সূরা কাহাফ পড়ার ফযলিত

জুমার দনি বা রাতের সূরা কাহাফ পড়ার ফযলিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু সহিহ হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

১। আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি জুমার রাতের সূরা কাহাফ পড়বে এটি তার জন্য তার মাঝে ও আল-বাইতুল আতীকরে মধ্যবর্তী (স্থান) আলোকিত করে দিবে।” [এই উক্তটিকে আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৬৪৭১) সহিহ বলছেন]

২। “যে ব্যক্তি জুমার দনি সূরা কাহাফ পড়বে এটি তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী (সময়) নূরে আলোকিত করে দিবে।” [মুসতাদরাকে হাকমে (২/৩৯৯) ও বাইহাকী (৩/২৪৯)] ইবনে হাজার ‘তাখরিজুল আযকার’ গ্রন্থে বলেন: হাসান হাদিস। তিনি আরও বলেন: সূরা কাহাফ পড়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে এটি সর্বাধিক শক্তিশালী। দেখুন: ফাইয়ুল ক্বাদরি (৬/১৯৮), আলবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (৬৪৭০) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন।

৩। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দনি সূরা কাহাফ পড়বে তার জন্য তার পায়ের নীচ থেকে আসমানের মেঘমালা পর্যন্ত একটি আলো বচ্ছুরতি হবে এবং



দুই জুমার মধ্যবর্তী তার যা (গুনাহ) আছে সেটো থেকে তাকে মাফ করে দয়া হবে।”

মুনযরি বলেন: আবু বকর ইবনে মারদাওয়াইহ তাঁর তাফসিরে হাদিসটি এমন এক সনদে সংকলন করছেন যাত্রে কোন সমস্যা নাই।[আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (১/২৯৮)]

জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়ার সময়:

সূরা কাহাফ জুমার রাত বা জুমার দিনে পড়া হবে। জুমার রাত শুরু হয় বৃহস্পতিবার সূর্য ডোবা থেকে এবং শেষে হয় জুমাবারের সূর্য ডোবার মাধ্যমে। অতএব, সূরা কাহাফ পড়ার সময় হচ্ছে: বৃহস্পতিবার সূর্য ডোবা থেকে শুরু করে জুমাবারের সূর্য ডোবা পর্যন্ত।

মুনাওয়ি বলেন: হাফযে ইবনে হাজার তাঁর ‘আমালীতে’ বলছেন: এভাবে কিছু রওয়ায়তে ‘জুমার দিন’ উদ্ধৃত হয়েছে। আর কিছু রওয়ায়তে ‘জুমার রাত’ উদ্ধৃত হয়েছে। উভয়টির মাঝে সমন্বয় এভাবে যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে: রাতসহ দিন এবং দিনসহ রাত।[ফাইয়ুল কাদরি (৬/১৯৯)]

মুনাওয়ি আরও বলেন:

অতএব, জুমার দিনে সেই সূরা পড়া মুস্তাহাব; অনুরূপভাবে জুমার রাতও— যমেনটি ইমাম শাফয়ী দ্ব্যর্থহীন ভাষ্যে উল্লেখ করছেন।[ফাইয়ুল কাদরি (৬/১৯৮)]

জুমার দিন সূরা আল-ইমরান পড়া কী মুস্তাহাব:

জুমার দিন সূরা আল-ইমরান পড়ার ব্যাপারে কোন সহহি হাদিস উদ্ধৃত হয়নি। যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো খুবই দুর্বল কথিবা মাওয়ু (বানয়োয়াট)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন ঐ সূরাটি পড়বে যাত্রে ইমরান পরিবারের উল্লেখ রয়েছে তার প্রতিআল্লাহ্ রহমত নাযলি করবে ও ফরেশেতারাতার জন্য ক্షমাপ্রার্থনা করতে থাকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত।[তাবারানীর সংকলিত ‘আল-মুজামুল ওয়াসাত’ (৬/১৯১) ও ‘আল-মুজামুল কাবরি’ (১১/৪৮)]

হাদিসটি খুবই দুর্বল কথিবা মাওয়ু (বানয়োয়াট)। হাইছামী বলেন: তাবারানী ‘আল-আওয়াসাত’ ও ‘কাবীর’ গ্রন্থে সংকলন করছেন। এর সনদে তালহা বনি যায়দে আর-রাব্বী রয়েছে। যনি (খুবই) দুর্বল।[মাজমাউয যাওয়ায়দে (২/১৬৮)]

ইবনে হাজার বলেন: তালহা খুবই দুর্বল। আহমাদ ও আবু দাউদ তাকে হাদিস বানানোর জন্য অভিযুক্ত করছেন। দেখুন:



ফাইয়ুল ক্বাদরি (৬/১৯৯)

শাইখ আলবানী বলেন: মাওয়ু (বানয়োট)। দেখুন: যায়ফিুল জামে; হাদিস নং (৫৭৫৯)।

এই ধরণে আরকেটি হাদিস হচ্ছে যা তাইমী 'আত্-তারগীব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার রাত্রে সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে ইমরান পড়বে তার জন্য এমন সওয়াব অর্জিত হবে; যা বাইদা (অর্থাৎ সপ্ত জমনি) থেকে উরুবান (সপ্ত আকাশ) এর মধ্যবর্তী।

মুনাওয়ি বলেন: এটি গরীব (বরিল) ও যয়ীফ জদিদান (খুবই দুর্বল)। [ফাইয়ুল ক্বাদরি (৬/১৯৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আরও জানতে দেখুন: [জুমার সুন্নত ও আদবসমূহ](#)।